দৈনিক
ইত্তেফাক

13 MAY 2003

সরকারী কর্মকমিশনের সিদ্ধান্তের জের

হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবে না

সাহাবুল হক ॥ সরকারী কর্মকমিশনের একটি সিদ্ধান্তের ফলে দেশের হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে পৃথকভাবে ৪৫ শতাংশ নম্বর না পাওয়ায় এরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কর্মকমিশনের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীতে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। ২৫তম বিসিএস থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তে উচ্চ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় দক্ষতার ঘাটতির কারণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মানের ক্রমাবনতি ঘটেছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় জ্ঞানের দক্ষতা আনতেই কর্মকমিশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পিএসসি সূত্র জানায়।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, ১৯৯২ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রচনামূলক পরীক্ষার সাথে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষায় অধিক এমনকি আশাতীত নম্বর পেতে থাকে। বাংলা ও ইংরেজীতে আগে লেটার মার্কস পাওয়া এব ধরনের অসম্ভব ব্যাপার হলেও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু হওয়ায় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তাতে লেটার মার্কস পায়। এমনকি সকল বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা লেটার মার্কস পেতে থাকে। ১৯৯৪ সালে নৈর্ব্যক্তিকের এই ব্যাচ যখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয় তখন ফলাফলে ধস নামে। ঐ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে গণফেল ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে ফেল করে। ১৯৯৪ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

হাজার হাজার

(শেষ পৃঃ পর)

ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক গড় নম্বর কমতে শুরু করে। এছাড়া পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে ইংরেজী বিষয়ের প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ায় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে ফেল করে এবং পাস করলেও নম্বর খুব কম উঠে। এমনকি ইংরেজীতে ৪৫ শতাংশ নম্বর উঠানোও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা বা ইংরেজীতে অতীতে কখনোই কোন নম্বর বেঁধে না দেয়ায় কম নম্বর কিংবা শুধু পাস নম্বর নিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও বুয়েটে ভর্তি হয়েছে এবং ভালো ফলাফলও করেছে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্যও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজী বিষয়ের নম্বর দেখা হয় না, শুধু ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে ভালো করলেই চলে। অনেক বোর্ডস্ট্যান্ডধারী ছাত্র-ছাত্রী যারা এমনকি ইংরেজীতে লেটার মার্কস পেয়েছে তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। এছাড়া, গ্রাম অঞ্চল থেকে যে সকল শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে অথবা করেছে তাদের অধিকাংশই ইংরেজীতে কম নম্বর পেয়েছে।

কমিশনের এ সিদ্ধান্তে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। হৃদয়ে ঘটেছে রক্তক্ষরণ। একদিকে ২৪তম বিসিএস-এর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া এবং অন্যদিকে কর্মকমিশনারের এ আকস্মিক সিদ্ধান্তে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন দিকভ্রান্ত। এ সিদ্ধান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অনার্স শেষবর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ সোলায়মান জানান, এতে অনেক প্রতিযোগীর স্বপ্ন ভঙ্গ হবে। যারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে নির্ধারিত সংখ্যক নম্বর পায়নি তাদের মধ্যে যে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিযোগী নেই, এটা ভাবা দুঃখজনক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমএসএস শেষ পর্বের ছাত্র আশরাফ বলেন, ৭ বছর আগে যে ডিগ্রী নিয়েছি কোন একটি দুর্ঘটনার কারণে হয়তো নম্বর কম উঠতে পারে। অনার্সে ভর্তির পর তার তো অনেক উন্নতি হয়। এমফিল গবেষক সারোয়ার হোসেন বলেন, এটি একটি মেধা বিরোধী সিদ্ধান্ত। এর মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এবং বিসিএস সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ নষ্ট হবে। লাইব্রেরী সায়েন্স বিভাগের তৃতীয়বর্ষের ছাত্র সাইদুল ইসলাম বলেন, এর মাধ্যমে ইংরেজীতে দক্ষলোক যাচাই হবে না বরং অনেক মেধাবীরা ঝরে পড়বে। মেধাবীরা বিসিএস পরীক্ষায় তাদের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবে না।

ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শওকত হোসেন বলেন, আমাদের বিভাগে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তারাই তো ঠিকমতো ইংরেজী বলতে বা লিখতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের পর যে ইংরেজী জানা দক্ষ লোক তৈরী হবে তার কি নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে। বরং স্কুল, কলেজ থেকে ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নতি করতে হবে। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ বলেন, জানি না কি কারণে হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এর মাধ্যমে তো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত মেধা বাছাই হবে না। বরং বিশেষ বিশেষ ক্যাডার অনুসারে নম্বরের ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। যেমনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়।

পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী বলেন, এটি কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আমি এর সাথে একমত নই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর কি আর ইংরেজী শেখা যায় না। তিনি বলেন, তাদের উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থী কমানো, সেটাতো অন্যভাবে ...।

...পারে পিএসসির চেয়ারম্যান ... এন জাহমিদা বেগমের সঙ্গে ...করলে তিনি কোন প্রকার মন্তব্য ...